126757 - কয়কে ওয়াক্তরে নামায আদায় করার পর যে ব্যক্তি নজিরে কাপড়ে মযি দখেতে পান

প্রশ্ন

ফজর, যোহর ও আসররে নামায আদায় করার পর আমি আমার আন্ডার ওয়্যারে মযরি আলামত দখেতে পলোম। মাগরবিরে আগে আমি আমার পোশাক পরবির্তন করছে। এমতাবস্থায় আমি যে নামাযগুলো পড়ছে সগেুলো কি বাতলি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

মযি হলো এক প্রকার পচ্ছিলি পানি যা স্বভাবতঃ যৌন উত্তজেনা জগেে উঠলে বরে হয়। এটি নাপাকি ও ওযু ভঙ্গকারী। কন্তিু এর নাপাকি হালকা পর্যায়রে। এর পবত্রিতার ক্ষত্রেে লজ্জাস্থানটি ধৌত করা ও কাপড়ে পানি ছটিয়িে দয়ো যথষ্টে।

দখেুন: 99507 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

আপনার ফজর, যোহর ও আসররে নামায ইনশাআল্লাহ্ সঠকি; পুনরায় পড়া আবশ্যক নয়; দুই কারণে:

১। যহেতেু আপনি মযি বরে হওয়ার সময় কখন সে ব্যাপারে নশ্চিতি নন। এমন সম্ভাবনাও রয়ছেে যে, এটি আসররে পরে বরে হয়ছে। এমন সম্ভাবনা থাকায়: মূল অবস্থা হলো পূর্বরে নামাযগুলো শুদ্ধ হওয়া। যহেতেু আলমেদরে নকিট একটি মূলনীতি হলো: যদি কউে ইবাদতটি সম্পন্ন করার পর সন্দহেে পড়ে যে, ইবাদতটি কি সহহি হয়ছে; নাকি হয়নি; তাহলে এমন সন্দহেরে দকিে ভ্রুক্ষপে না করা। মুসলমি ব্যক্তি মূল অবস্থার উপর নর্িভর করবনে। মূল অবস্থা হলো: ইবাদতটি সঠকি হওয়া যতক্ষণ পর্যন্ত না ইবাদতটকিে বাতলিকারী বষিয়রে ব্যাপারে নশ্চিতি হওয়া না যায়।

২। যে ব্যক্তি নাপাকি থাকার কথা না-জনেে নামায পড়ে ফলেছেে কংিবা জানার পর ভুলে গছে; অগ্রগণ্য মতানুযায়ী তার নামায সহহি। ইমাম নববী এই অভমিতকে অধকিাংশ আলমেরে অভমিত হসিবেে উল্লখে করছেনে এবং নজিে এই অভমিতকে নর্িবাচন করছেনে।[আল-মাজমু (৩/১৬৩)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

গ্রন্থকারের বক্তব্য: "ভুলে গেছে": অর্থাৎ নাপাকি যে লেগেছে সেটি ভুলে গেছে এবং সালাম ফেরানোর পূর্বে তার মনে পড়েনি; তাহলে গ্রন্থকারের মতানুযায়ী তাকে পুনরায় নামায পড়তে হবে। যেহেতু 'নাপাকি দূর করা' শীর্ষক নামাযের শর্তটি এতে লঙ্ঘিত হয়েছে। তাই এ ব্যক্তির অবস্থা এমন যে ব্যক্তি ওযু ভাঙ্গার কথা ভুলে গিয়ে ওযু ছাড়া নামায পড়ে ফেলেছে এবং ঐ ব্যক্তির মত যে ব্যক্তি নাপাকি ধোয়ার কথা ভুলে গিয়েছিল।

এ সবকটি মাসয়ালায় অগ্রগণ্য অভিমত হলো: পুনরায় নামায পড়া তার উপর আবশ্যক নয়; হোক সে ব্যক্তি নাপাকি লাগার কথা ভুলে গেছেন কিংবা নাপাকি ধোয়ার কথা ভুলে গেছেন কিংবা নাপাকি যে লেগেছে সেটাই জানত না; কিংবা সেগুলো যে, নাপাকি সেটাই জানত না; কিংবা নাপাকির হুকুম জানত না; কিংবা নাপাকিটা কি নামাযের আগের, না পরের সেটা জানত না।

এর সপক্ষে দলিল হলো সেই মহান সাধারণ মূলনীতি যা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য প্রণয়ন করেছেন: 'আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কাজ চাপিয়ে দেন না। সে যা (ভাল) উপার্জন করে তার সুফল সে পায়, আবার যা (মন্দ) উপার্জন করে তার কুফলও সে ভোগ করে। হে আমাদের প্রভু! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি তাহলে আমাদেরকে শাস্তি দিবেন না।'[সূরা বাক্বারা, ২: ২৮৬] এই হারাম কাজ যে লোক করেছে সে অজ্ঞ ছিল কিংবা বিস্মৃতিগ্রস্ত ছিল। এমন লোককে পাকড়াও করা থেকে আল্লাহ্ নিস্তার দিয়েছেন। সুতরাং তার উপর কোন কিছু আরোপ করার বাকী নেই।

এই মাসয়ালায় খাস একটি দলিলও রয়েছে। সেটি হলো যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন দুইটি জুতা পরে নামায পড়লেন যে জুতাতে ময়লা ছিল এবং জিব্রাইল আলাইহিস সালাম তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলেন তখন তিনি নতুনভাবে নামায শুরু করলেন না। যদি এটি নামাযের প্রথম অংশকে বাতিল না করে থাকে তাহলে অবশিষ্ট নামাযকেও বাতিল করবে না।[আল-শারহুল মুমতি (২/২৩২) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।